তারিখঃ ২৬/০২/২০২৫

বরাবর,
সভাপতি,
কপিলমুনি জাফর আউলিয়া ফাজেল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা।
পাইকগাছা, খুলনা।
ও
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল,এ) খুলনা।

বিষয়ঃ অধ্যক্ষের বিভিন্ন অনিয়ম দূর্নীতি স্বেচ্ছাচারিতা ও অসদাচরন প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথাবিহিত সম্মান পূর্বক নিবেদন এই যে, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ কপিলমুনি জাফর আউলিয়া ফাজেল ডিগ্রী মাদ্রাসা (১১৭২৯৯) পাইকগাছা, খুলনা এর সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, সহকারী শিক্ষকবৃন্দ অতি সুনামের সহিত অত্র মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষকতা করে আসছি। চাকুরী কালীন সময়ে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, আমাদের বর্তমান অধ্যক্ষ জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার বিগত দিনে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের ছত্র ছায়ায় এবং তাদের সাথে সক্ষতা করে অনিয়ম দূর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও অসদাচরন করেই আসছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অনিয়ম এবং দূর্নীতি নিম্নে দেওয়া হলো-

১। মোঃ আব্দুস সাত্তার অত্র মাদ্রাসায় এবতেদায়ী কারী হিসাবে চাকুরীরত অবস্থায় আলিম- ১৯৮৯, ফাজিল-১৯৯১ এবং কামিল-১৯৯৩ ইং সালে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে পাশ করেন। অত্র প্রতিষ্ঠানে ১৫/০১/১৯৯৪ সালে প্রভাষক (আরবী) পদে যোগদান করেন। এবতেদায়ী কারী পদে চাকুরী প্রমান সরূপ ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর-নভেম্বর এর MPO এর অনুলীপি ও আলিম, ফাজিল, কামিল সনদের অনুলিপি সংযুক্ত করা হলো

২। মোঃ আব্দুস সাত্তার ১৫/০১/১৯৯৪ তারিখে কপিলমুনি ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসায় আরবী প্রভাষক পদে যোগদান এবং ৬ (ছয়) মাস পরে লাউড়ী রামনগর কামিল মাদ্রাসায় ১/০৭/১৯৯৪ তারিখে প্রভাষক পদে যোগদান করেন এবং ১৬/১১/১৯৯৭ তারিখে অব্যহতি নেন। এর পর ১/০৩/১৯৯৯ তাং অর্থাৎ ১৬ মাস পরে আবার ও কপিলমুনি মাদ্রাসায় আরবী প্রভাষক পদে যোগদান করেন। ২৪ অক্টোবর ১৯৯৫ এর নীতিমালা অনুযায়ী ৬ মাস অতিবাহিত হলে ব্রেক অব সার্ভিস হবে। যে কারনে তার ০৮/০৭/২০১৩ সালে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা পূর্ন না থাকায় বৈধ হয়নি। প্রমান সরূপ ২৭ আগস্ট ২০১৩ তাং দৈনিক প্রবর্তন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের অনুলিপি ও লাউড়ী রামনগর কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ স্বাক্ষরিত চাকুরির তথ্য বিবরণী সংযুক্ত করা হল।

৩। ২০১৩ সালে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করার পর থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত মাদ্রাসার বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের দরুন মোট ৪০,৬৯,৯০৯/= ঋণ দেখিয়ে রেজুলেশন প্রস্তুত করলে সভাপতি মহোদয় জনাব মুকুল কুমার মৈত্র (এ,ডি,সি রাজস্ব খুলনা)। উক্ত রেজুলেশনের হিসাব সংক্রান্ত অংশ কেটে দেন এবং অভ্যন্তরীন অডিট প্রতিবেদন জমা প্রদানের নির্দেশ দেন। মাদ্রাসার অফিস সহকারীর নিকট সংরক্ষিত খাতাপত্র অডিট করে দেখা যায় অধ্যক্ষ সাহেব উক্ত সময়ে বিভিন্ন আয় খাতের উল্লেখ না করে নিজেই আত্মসাৎ করেন। যার পরিমান ২৯,৭৬,০০০/= টাকা। রেজুলেশন ও অডিট অনুলিপি সংযুক্ত করা হলো।

৪। সরকার প্রদত্ত PBGSI অনুদানের ৫,০০,০০০/= গর্ভনিংবডির বা শিক্ষকদের কাউকে কিছু না জানিয়ে নিজেই আত্মসাৎ করেছেন। নির্দেশনা অনুযায়ী খরচের ভাউচার জমা দেননি, যে কারনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ভাউচার জমা না দেওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করেছে। ৪র্থ তাকিদ পত্র ও প্রতিষ্ঠান সমূহের নামের তালিকার অনুলিপি সংযুক্ত করা হলো।

৫। তার মাদ্রাসা নিবন্ধিত সহকারী শিক্ষক এবং শিক্ষক কর্মচারীদের কাছ থেকে MPO ভুক্তি, টাইম স্কেল, উচ্চতর স্কেল পরিবর্তনের নামে অবৈধ ভাবে হাজার হাজার টাকা গ্রহণ করেছেন।

৬। NTRCA থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত প্রভাষক ও শিক্ষকদের কাছ থেকে সত্যায়িত সনদের, রেজুলেশন বানানো, বেতন ভাতাদির নামে উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে দেওয়ার কথা বলে অর্থ আদায় করেছেন।

৭। মাদ্রাসার আয়ের সাথে কোনো প্রকারের কথা এলাকায় হাস্যকর ভাবে প্রচার হয়ে যাচ্ছে। অধ্যক্ষ সাহেবের অফিস কক্ষে রক্ষিত শিক্ষক হাজিরা খাতায় স্বাক্ষরের জন্য গেলে শিক্ষকদেরই লজ্জায় পড়তে হয়।

৮। মাদ্রাসার ক্যাম্পাসের আয়তন বৃদ্ধির জন্য স্বল্প মূল্যে জমি ক্রয়ের সময় দাতাদের ভুল বুঝিয়ে সাড়ে চার শতাংশ জমি নিজের নামে লিখে নেন। পরবর্তীতে বুঝতে পেরে দাতারা এই ব্যাপারে মানব বন্ধনের ঘোষণা দিলে তিনি মাদ্রাসার জমি এক সপ্তাহের মধ্যে মাদ্রাসায় ফেরত দিবেন মর্মে লিখিত শর্তে স্বাক্ষর করেও অদ্যাবধি তা দেন নি।

৯। শিক্ষকদের প্রাপ্য সরকার প্রদত্ত টিউশন ফিসের টাকা তিনি কখনই প্রদান করেন নি। এছাড়াও তার আচারণ ও কর্মকান্ডের কারণে গত ২০দিন যাবৎ সোসাল মিডিয়া অসংখ্য লেখালেখি, আঞ্চলিক ও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ এবং ২৩/০২/২০২৫ তারিখে এলাকাবাসি ও জমি দাতাবর্গ বিক্ষোভ মিছিল ও মানব বন্ধনের মতো কর্মসূচি পালন করে এবং অধ্যক্ষকে না পেয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন।

অতএব জনাব সমীপে আকুল প্রার্থনা উপরোক্ত বিষয়টি উপলব্ধি করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদঘাটন এবং দোষীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে আপনার একান্ত মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক

অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ

১। মোঃ মুজিবর রহমান
২। এম. এম. রেজাউল ইসলাম
৩। মোহাম্মদ আলী জুবাইর
৪। মোঃ আরিফুল ইসলাম —
৫। খাইরুনা জাহান
৬। নাজনীন সুলতানা
৭। আব্দুল বাকী
৮। মোঃ ইকবাল হোসেন
৯। মোঃ আসান আলী
১০। মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
১১। আকলী শিকদার
১২। হোসনেয়ারা খাতুন
১৩। শিউলী রানী
১৪। সুরাইয়া খাতুন
১৫। মোঃ সরোয়ার খাঁন —
১৬। আনোয়ার সাদাত
১৭। মেহেদি হাসান —
১৮। মোঃ মারুফ বিল্লাহ
১৯। এস কে মিজানুর
২০। মোঃ আব্দুল মাজিদুর রহমান